দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 MAR 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৭

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ ও মৌল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

-সাহিত্য পুস্তক ব্যতীত অন্য পাঠ্য বিষয়ে একাধিক পুস্তকের সুযোগ থাকতে হবে।

-অর্থ ও নোট বইয়ের প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিক্রয় আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য করতে হবে এবং অপরাধীদের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে হবে।

-অনুবাদের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শব্দ ও সাংকেতিক চিহ্নসমূহ, বাংলায় হুবহু গ্রহণ করাই শ্রেয়। অনুবাদের চেষ্টা বিভ্রান্তিকর।

-পরিভাষা প্রণয়নের কাজ জোরদার করতে হবে।

শিক্ষাগৃহ ও শিক্ষার উপকরণ

-পর্যাপ্ত শ্রেণী কক্ষ, ল্যাবরেটরী ও অন্যান্য সুবিধা থাকতে হবে।

-শিক্ষার পর্যাপ্ত উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে।

-'অডিও ভিস্যুয়েল এডুকেশন সেন্টার' এবং 'ইকুইপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' প্রতিষ্ঠান দু'টিকে একীভূত, উন্নীত ও সম্প্রারিত করতে হবে।

গ্রন্থাগার

-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে।

-যোগ্যতাসম্পন্ন ও যথেষ্ট গ্রন্থাগারিক সৃষ্টি করতে হবে।

-শিক্ষাঙ্গনসমূহে মিউজিয়ামের ব্যবস্থা করতে হবে।

-ডকুমেন্টেশন সেন্টার স্থাপন করতে হবে।

-প্রথমে ঢাকায় এবং পরে ৪টি বিভাগে প্লেনেটোরিয়াম স্থাপন করতে হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান করতে হবে

-শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য দূরীকরণ ও সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান করতে হবে।

-শিক্ষার মানের মোটামুটি সমতা বিধান করতে হবে।

-পিতা-মাতার আর্থিক অবস্থা, বাসস্থান, ধর্ম প্রভৃতি কারণে কারো প্রতিভার বিকাশ যাতে রুদ্ধ না হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

-উচ্চতর বা বিশেষ পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মেধা এবং মানবিক ও শারীরিক গুণাবলীই শুধু বিবেচ্য হতে হবে।

-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা হতে হবে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক।

-শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্পমূল্যে ইউনিফরম, টিফিন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

-গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে, ছাত্রাবাসের সম্পূর্ণ ব্যয় রাষ্ট্র কর্তৃক বহন করতে হবে।

-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষকদের বেতন, সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষার মানের বৈষম্য দূর করতে হবে।

-মেয়েদের শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটাতে হবে।

-বিভিন্ন সংস্থা, ব্যক্তিমালিকানা ও মিশনারীদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করতে হবে।

১৯৮৫ সালের মধ্যে দেশের সকল স্তরে সমমানের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান

-প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের জন্য 'সঞ্চয় কার্ড'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এই কার্ডে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ, পারিবারিক পরিবেশ, আশা-আকাংক্ষা প্রবণতা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, শিক্ষাগত উন্নতি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে।

-ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ জীবনের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা দিতে হবে।

-শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও জটিল সমস্যা সমাধানে পরামর্শ কার্যক্রম চালু করতে হবে।

-বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনুসরণ কার্যক্রম চালু করতে হবে।

-নির্দেশনা ও পরামর্শ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "গাইডিং ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট" স্থাপন করতে হবে।

-কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণদানের কর্মসূচী নিতে হবে।

-১০ বছর সময়ে সকল শিক্ষায়তনে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচী প্রবর্তন করতে হবে।

ছাত্র কল্যাণ ও জাতীয় সেবা

-পুষ্টিহীনতা দূর করার লক্ষ্যে ১ম-১০ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের স্কুলে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

-গরীব ছাত্রদের জন্য প্রত্যেক শিক্ষায়তনে "ছাত্র কল্যাণ তহবিল" গঠন করতে হবে।

-ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

-কলেজ পর্যায়ে ৪০% এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৬০% আবাসিক সুবিধা রাখতে হবে।

-আবাসিক ছাত্রদের জন্য "ডে-স্টাডি সেন্টার", গ্রন্থাগার ও স্বল্পব্যয়ী ক্যাফেটারিয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

-সাংস্কৃতিক ও বিবিধ তৎপরতা, শিক্ষা সফর ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

-প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা জীবনে অন্ততঃ তিন মাস সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে। ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সেবামূলক কাজে আরো ৩ মাস সময় দিতে হবে।

শিক্ষা প্রশাসন

-শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনশিক্ষা পরিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরকে একীভূত করতে হবে।

-মাধ্যমিক স্তরের উপরের পর্যায়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

-শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি অধীনে ৪টি বিভাগে ৪টি বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তর স্থাপন করতে হবে।

-ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে।

-কৃষি ও মেডিকেল কলেজসমূহকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বে আনতে হবে।

(চলবে)